আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে নিহিত ঈশ্বরের প্রেম থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

কারণ জগতের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম এমনই যে তার জন্য তিনি দান করলেন তার অনন্য পুত্রকে। যে তাঁকে বিশ্বাস করবে ক্ষয় নাই তার, লাভ করবে সে অনন্ত জীবন। জগতের বিচারের জন্য নয়, কিন্তু জগত যাতে উদ্ধার পায় তারই জন্য ঈশ্বর পাঠিয়েছেন তাঁর পুত্রকে।

(লুক ২ঃ ৮-২০, ১৬-১৯ ফিলিপীয় ২ঃ ৬-১১
রোমীয় ৮ঃ :৩৪, ৩৯ যোহন ৩ঃ ১৬-১৭)

উপরের লিখিত অংশগুলো বাইবেল থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বাইবেলে আপনারা এমন আরও অনেক অনেক বাণী ও পদ পাবেন সে সব পদ আপনাদের দান করবে শান্তি, আনন্দ, সান্ত্বনা ও অনির্বাণ আলো।

বাইবেলে আপনি আরো অংশ পাবেন যা আপনার জীবনে এনে দেবে সুখ, শান্তি, আনন্দ ও আলো।
"বিনামূল্যে পত্রযোগে যীশু খ্রীষ্টের জীবনী শিক্ষার জন্য অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

THE BIBLE SOCIETY OF INDIA
KOLKATA AUXILIARY
23, JAWAHARLAL NEHRU ROAD
KOLKATA - 700 087

Published by: **THE BIBLE SOCIETY OF INDIA**
MESSAGE OF CHRISTMAS - Bengali
50R 0941/2019-20/10M ISBN 81-221-1949-2
ISBN 978-81-221-1949-7

মানব জাতির মুক্তিদাতা

মানব জাতির মুক্তিদাতা

স্বর্গের ঈশ্বর নেমে এলেন মানুষের কাছে।

জগতের প্রতিটি বস্তুর মতোই ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করলেন। তবে তিনি মানুষকে দিলেন আরও বেশি কিছু—আপন প্রতিমূর্তিতে তিনি তাকে সৃষ্টি করলেন এবং পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দিলেন।

এই অহংকার মানুষকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচনা দিল। এর ফলে সে অন্যকে ঘৃণা করতে শুরু করলো। প্রেম, ন্যায়াচরণ এবং শান্তির কথা ভুলে গেল। ঘৃণা, উৎপীড়ন আর যুদ্ধ-বিগ্রহ কায়েম হয়ে জগতে রাজত্ব করতে লাগলো।

এই জগতেই এলেন ঈশ্বর। তিনি এলেন মানুষের অবয়বে। এই দেহায়িত ঈশ্বর প্রায় দু'হাজার বছর আগে প্যালেষ্টাইনের বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এনেছিলেন অধঃপতিত জগতের জন্য ঈশ্বরের অবিচল প্রেমের বাণী। স্বয়ং তিনিই ঈশ্বরের বাণী, দেহায়িত বাক্।

যীশুর জন্ম

যীশুই হলেন সেই বাক্। একটি গোশালায় যাবপাত্রে তাঁকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। বেথলেহেম তখন লোকে লোকারণ্য। লোক গণনার জন্য বহু লোক সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। তাই বাধ্য হয়ে যীশুর মা ও বাবা, যোসেফ এবং মরিয়ম, এই নগণ্য স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মরিয়ম ছিলেন তখন সন্তান সম্ভবা। সেই রাত্রেই তাঁর এই প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। মরিয়মকে বলা হয়েছিল যে তাঁর পুত্র মানুষকে পাপের কবল থেকে উদ্ধার করবে। একটি নগণ্য স্থানে কি বিরাট ঘটনাই না ঘটল। কাজেই স্বর্গদূতেরা যে মেষপালকদের কাছে এই ঘটনাটি ঘোষণা করবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই।

সেই অঞ্চলে মেষপালকেরা রাতের বেলায় নিজেদের মেষপাল পাহারা দিচ্ছিল। এমন সময় সহসা প্রভুর এক দূত তাদের সামনে আবির্ভূত হলেন। প্রভুর আলোক দীপ্ত মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চারিদিক। ভীষণ ভয় পেয়ে গেল তারা। দূত বললেন, 'ভয় পেয়ো না তোমরা, শোন, আমি তোমাদের কাছে এক মহানন্দের বার্তা এনেছি, এ আনন্দ সকলের জন্যই। দাউদের আদি নিবাস বেথলহেম নগরে তোমাদের জন্য এক পরিত্রাতা জন্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি হলেন প্রভু খ্রীষ্ট। একটি গোয়াল ঘরে জাবনা দেবার পাত্রে কাপড়ে তাঁকে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। এই চিহ্ন দেখেই তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে।'

দূতের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহসা স্বর্গদূতের বিশাল এক বাহিনী এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে ঈশ্বরের জয়গান করতে লাগলেন ঃ

"দ্যুলোকে ঈশ্বরের মহিমা
ভূলোকে তাঁর প্রীতি-ভাজন মানুষের মাঝে
হোক শান্তি।"

স্বর্গদূতেরা চলে গেলে মেষপালকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, "চল বেথেলহেম যাই। প্রভু যে ঘটনার কথা আমাদের জানালেন, তা দেখে আসি।" তারা ব্যস্ত হয়ে সেখানে গিয়ে মরিয়ম, যোসেফ ও জাবনা দেওয়ার পাত্রে শোয়ান শিশুটিকে দেখতে পেল। শিশুটিকে দেখার পর তাঁর সম্বন্ধে স্বর্গদূত তাদের যে কথা বলেছিলেন, সে কথা তারা সকলের কাছে বলল। মেষপালকের কথা যারা শুনল তারা সকলেই খুব অবাক হয়ে গেল। মরিয়ম কিন্তু সব কথা স্মরণে রাখলেন এবং মনে মনে এই ব্যাপার নিয়ে গভীর চিন্তা করতে লাগলেন। দূতের মুখে মেষপালকেরা যেমন শুনেছিল তেমনটিই দেখতে পেয়ে তারা ঈশ্বরের গৌরব ও স্তুতি করতে করতে ফিরে গেল।

পরিত্রাতা যীশু

যীশু যখন তাঁর সেবার কাজ শুরু করেছিলেন তখন তাঁর বয়স প্রায় ত্রিশ বছর। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে ঈশ্বর রাজা এবং আমাদের জীবনের অধিকর্তা। তিনি (যীশু) এসেছেন ঈশ্বরের প্রেম ও ন্যায়ের রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে। সেই সময় ইসরায়েল ছিল বিদেশী রোমকদের শাসনাধীনে, আর ইসরায়েল জাতির নেতৃবৃন্দ, পুরোহিতবর্গ ও রাজন্যবর্গ ন্যায় ও সত্যকে বিকৃত করে চলেছিল নিজেদের ধনী ও অটুট ক্ষমতার অধিকারী করতে।

তারপর তিনি এলেন নাসরতে, এখানেই তিনি লালিত পালিত হয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব রীতি অনুযায়ী সাববাথ দিনে তিনি সমাজভবনে গেলেন এবং শাস্ত্রপাঠ করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নবী যিশাইয়ের গ্রন্থ তাঁকে দেওয়া হল। গুটানো পুস্তকটি খুলে তিনি একটি স্থান পেলেন যেখানে লেখা ছিল ঃ

"প্রভুর আত্মা আমার উপরে অধিষ্ঠিত, কারণ গরীবদের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য তিনি আমাকে অভিষিক্ত করে নিয়োগ করেছেন। আমায় তিনি পাঠিয়েছেন বন্দীদের মুক্তি ঘোষণা করতে আর অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে।

নিপীড়িত যারা তাদের স্বাধীন করতে এবং প্রভুর অনুগ্রহের শুভ যোগ ঘোষণা করতে।"

খ্রীষ্টে ঈশ্বরের প্রেম

খ্রীষ্ট যীশু ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেই আমাদের দোষ খণ্ডন করেছেন। সুতরাং কে আমাদের দোষী করতে পারে? খ্রীষ্ট যীশু আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, শুধু তাই নয়, মৃতলোক থেকে তিনি পুনরুত্থিত, ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে আছেন, আর আমাদের পক্ষ সমর্থন করছেন। তাহলে খ্রীষ্টের প্রেম থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে? দুঃখ, সংকট, নির্যাতন, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, বিপদ, অস্ত্রাঘাত-এর কোনটাই নয়।

আমরা যাঁরা প্রেমাস্পদ তাঁরই শক্তিতে আমরা সব কিছুর উপর চূড়ান্ত জয়লাভ করেছি। কারণ এ সম্বন্ধে আমি দৃঢ় নিশ্চিত যে বিশ্বের কোন কিছুই